(Special) (Sem - 5)

ক্যান্টন বাণিজ্য সম্পর্কে যা জানো লেখো, এর অবসানের কারণ লেখো।

১৭৫৭ - ১৮৪২ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্যান্টন বন্দরের মাধ্যমে চিনের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হত। এই বাণিজ্য ছিল এক বন্দর কেন্দ্রিক ব্যবস্থা, চিনের অন্য কোন বন্দরে বিদেশিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ক্যান্টন বন্দরের বাইরে পার্ল নদীর কিনারে ১৩ টি বিদেশি বাণিজ্য আপিস তাদের বাণিজ্য কুঠি গড়ে তুলেছিল, (প্রায় ২১ একর জমির উপর)। এজন্য তাদের জমির খাজনা দিতে হত। ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফরাসি, ডাচ; পেনমার্কিয়ান, সুইডিস, ফিনেমার দের কুঠি এখানে ছিল, চিনাদের কাছে এগুলি ছিল বর্বরদের আবাসস্থল।

চিনের সরকারের ১৩ টি বাণিজ্য আপিস একসাথে মিলে বণিক সংস্থা গঠন করে তা হোং। নামে পরিচিত ছিল এদের সদস্যদের হং। বলা হত। রাজদরবারে প্রবেশাধিকার শুধু চিনের এরা বাণিজ্যের অধিকার লাভ করত। এদের কাজের তদারকি করতেন ক্যান্টন বন্দরের চিনা সুপ্রভ অভিজাত হপ্পো। এই হপ্পোরা হং বণিকদের থেকে উপঢৌকন উপহার আদায় করতেন, এদের উপরে ছিলেন স্থানীয় সরকার হোপো, চিনের সব বন্দরেই ছিল শুধু পুরানো, ভৌগোলিক দিক থেকে সুবই সুবিধাজনক, প্রশাসনে সেসময় চিনা বণিক বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল তাদের তাই ভাগ ছিল — একদল পাকিয়ে বণিকদের সাথে বাণিজ্য পরিচালনা করত, অন্য দল হং লাভ আপিসের সাথে বাণিজ্য চালাত, আর তৃতীয় দল উভয়ের সুবিধেন ও জাহাজের সাথে বাণিজ্যও ছিল।

এই থেকে জানা যাচ্ছে যে, ক্যান্টন বন্দরের বাণিজ্যকে ঘিরে চিনা বণিকদের সাথে একটি প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, যাদেরকে নামক হং। বেড়ি ও পিনাং এক মিশ্র ভাষায় এরা সরকারের সাথে আলাপ

আলোচনা করতে। এই বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল বস্ত্রশিল্প; লোহাশিল্প, কারুশিল্প।

চীন নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করত, বিদেশি কোন পণ্যের প্রতি তার আগ্রহ ছিল না। তাই তারা বাণিজ্যকে চালু করার বিদেশিদের অধিকার হিসাবে মান্য করেনি, দান হিসাবে ভেবেছে। বিদেশিরা যাদি চীনের নিয়ম রীতি মেনে বাণিজ্য করে তাতে ইংরাজের আপত্তি নেই, তবে তাদের দেয়া কয়েকটি আরোপিত শর্ত মেনে চলতে হত —

(1) বিদেশিরা তাদের কুঠির বাইরে যেতে পারবে না।
(2) সরাসরি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ তারা করতে পারবে না
(3) বাণিজ্য শেষ হলে তাদের বন্দর ছেড়ে চলে যেতে হত
(4) বিদেশিদের কুঠি সুরক্ষিত থাকার অধিকার থাকত না।
(5) বিদেশিরা স্বাধীনভাবে যোরাসুরি করতে পারত না
(6) বিদেশিদের সাথে অস্ত্র রাখা যেত না
(7) বিদেশিরা দোষ করলে তাদের চীনা আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতে হত।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংরেজ বন্দর কে ঘিরে বিদেশিদের নানা অসুবিধা ও অশান্তি সত্ত্বেও চীন, ভারত, ইংল্যান্ডের মধ্যে এক সমৃদ্ধ বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়ে ওঠে, বলা হয়, "By the late 18th century there was a flourishing triangular trade between Canton, India and England" ইংরেজ বণিকের চাহিদা ছিল চীনের সঙ্গে; চীন থেকে ইংরেজ বণিকরা কিনত চা, চীনের রপ্তানিযোগ্য অন্য পণ্যগুলি ছিল রেশম, বস্ত্রশিল্প, চীনামাটির তৈজসপত্র প্রভৃতি।

১৭৬৭ খ্রী: ইংরেজ বন্দরে প্রবেশ চীনে বিদেশি আগমন, ১৭৭২ খ্রী: এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায়

৫৭। বিদেশিরা চিনে নিয়ে আসত পশমি কাপড়, সুতো, চিনি, তামা, লোহা, ইউরোপে যার প্রস্তুত নানা সরঞ্জাম। স্থানীয় বণিকরা আমদানি করত সুতো, হাতির দাঁত, চন্দন কাঠ। বিদেশিরা নিয়ন্ত্রিত এই অঞ্চলে বাণিজ্য করে বেশি লাভ হত। অবিরত যুদ্ধ বণিকদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হত না, সমস্যা হলে সমাধান করে নেওয়া হত—তাই জন্য।

—যা. বণিকদের মূলধন যোগাড় হত বাণিজ্য লাভ থেকে, লাভের পরিমাণ নেহাত কম ছিল না, ১৭৭৫ খ্রী: যা. বণিকরা কলম্বু তহবিল গঠন করেছিল যোড়ার বণিক সদস্যরা তাদের আয়ের ১০%, এই তহবিলে জমা দিত, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও দরবারের দাবী মেটাতেই এটি গঠন করা হয়েছিল, যেমন যা. বণিক মেঙলিমা হলে এই তহবিল থেকে বিদেশিদের প্রাপ্য অর্থ মেটান হত, এই বাণিজ্যের জন্য দীর্ঘ ছয় মাস ধরে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, চিনের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ৪৫ টি প্রতিনিধি হাউস গড়ে উঠেছিল, এরা ক্যান্টন, কিউকা, পরিবহন, বাণিজ্য প্রভৃতি হিসাবে কাজ করত।

অষ্টাদশ শতকের শেষে ছিল সরকার আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী চিনের সঙ্গে বিদেশীদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ার প্রয়াস চালিয়েছিল, বিদেশিদের প্রতিবন্ধ আরোপ ছিল তিনটি — (১) প্রতি বছর বাণিজ্য (২) ভক্তি-ঘাটি নতার উপর আরোপিত বিভিন্নতার (৩) জবরদস্তি অর্থ আদায়, ব্রিটিশ সরকার চিন সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য ৩ বার দূত পাঠিয়েছিল, ১৭১৭ তে কর্নেল ক্যাসকার্ট, ১৭৯২ তে লর্ড ম্যাকার্টনি, কিন্তু দুবে ফিরে আসেন, ১৮১৬ তে লর্ড আমহার্স্ট কিছু হয়ে যান,

(P. T. O)